

INTRODUCTION
TO
WESTERN PHILOSOPHY
CREATED BY NAZIMUDDIN MOLLAH
MA.IN PHILOSOPHY,B.ED
UNIVERSITY OF KALYANI
MOB-8768977119
*****@*****

Chronology of Western philosophy

আমরা সকলেই জানি যে দর্শন আলোচনা শুরু হয়েছিল প্রাচীন যুগে অর্থাৎ গ্রিক যুগে। যে দর্শনে প্রথম আলোচনা করেছিলেন তিনি হলেন গ্রিক দার্শনিক Thales। যাকে দর্শনের আদি পিতা বা জনক বলা হয়।

➤ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস.....

এই যুগের ইতিহাস কে আমরা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে.....

- A. প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টপূর্ব600—322খ্রি.)
(Thales—Aristotle)
- B. মধ্যযুগ (354খ্রি.—1274খ্রি.)
(St Augustine-St Thomas Aquinas)
- C. আধুনিক যুগ (1596খ্রি.—1804খ্রি.)
(Descartes—Kant)

➤ প্রাচীন যুগ.....

প্রাচীন যুগ শুরু হয় Thales এর হাত ধরে। যিনি প্রথম ছিলেন দার্শনিক। Thales সাধারণত চিন্তার ধারণার বাইরে অর্থাৎ প্রচলিত কুসংস্কার, বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী এইসব থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম জগত সম্পর্কে প্রথম কৌতুহল জন্মায়। জগৎ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন থেকেই দর্শনের আবির্ভাব ঘটে বলা যায়।

প্রাচীন যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় তা হল.....

1. প্রাক সফ্রেটিস যুগ। (খ্রিস্টপূর্ব600—খ্রিস্টপূর্ব430)
2. সফ্রেটিস যুগ (খ্রিস্টপূর্ব430—খ্রিস্টপূর্ব320)
3. অ্যারিস্টোটেল পরবর্তী যুগ (খ্রিস্টপূর্ব320—529 খ্রিস্টাব্দ)

➤ প্রাক সফিস্টিক যুগ.....

এই যুগ কে মূলত আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি তাহল.....

- a) প্রাক সফিস্টিক যুগ
- b) সফিস্টিক যুগ

- I. প্রাক সফিস্টিক যুগ শুরু হয়েছে Thales এর হাত ধরে তারা প্রথমে জগতের উৎপত্তির প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল....
 - অদ্বৈতবাদী দর্শন>>>>>> এরা একটি তত্ত্বের সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা করার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।
 - এরা মূলত প্রকৃতি বাদী দার্শনিক>>>>>> কারণ এরা প্রকৃতি তথ্যগুলি প্রকৃতির আদি কারণ খোঁজাই হলো অনুসন্ধান।
- II. সফিস্টিক যুগ প্রাক সফিস্টিক যুগ থেকে আলাদা। সফিস্টিক ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। কারণ এরা গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষকে। এই মানুষ কে এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করেছেন।

➤ প্রাক সফিস্টিক যুগ.....

এই যুগে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখতে পায় যেমন

- I. মাইলেসিয়ান সম্প্রদায়
- II. পিথাগোরিয়ান সম্প্রদায়
- III. এলিয়াটিক সম্প্রদায়
- IV. হেরাক্লিটাস
- V. আইওনিয়ার সম্প্রদায়
- VI. পরমাণু বাদী সম্প্রদায়

➤ মাইলেসিয়ান সম্প্রদায়.....

এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক হলো...

- a) Thales(খ্রিস্টপূর্ব624—খ্রিস্টপূর্ব550)
- b) Anaximander(খ্রিস্টপূর্ব611—খ্রিস্টপূর্ব557)
- c) Anaximenes(খ্রিস্টপূর্ব558—খ্রিস্টপূর্ব524)

- Thales জগত, আত্মা, জীবন এইসব প্রশ্নগুলি প্রথম স্থাপন করেন । তিনি বলেন যে **water** থেকেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টোটল থেলিসের দার্শনিক মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেসব ব্যাখ্যা ও অ্যারিস্টোটলের নিজস্ব ব্যাখ্যা, থেলিসের কোন লেখক ভিত্তিক ব্যাখ্যা নয়। অ্যারিস্টোটল থেলিসের দার্শনিক মতবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন****
 - i. পৃথিবীটা একটা চাকরির মতন জলের উপর ভাসমান।
(Earth floats on the water like a shovel)
 - ii. জল হল সকল কিছুর উপাদান কারণ।
(Water is the cause of everything)
 - iii. সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন। চুম্বক প্রানবস্ত কেননা তা লোহাকে আকর্ষণ করে।

(God is everywhere.The magnet is vital because it attracts iron)

মূলত এই কারণেই অনেকেই থেলিসকে দর্শনের জনক রূপে (Father of philosophy) গণ্য করেছেন। অধ্যাপক W.T.Stace তার A critical History of Greek philosophy গ্রন্থে অভিমত করেছেন যে Thales ই হল দর্শনের জনক।

- Anaximander এর মতে জগতের আদি উপাদান হল তাই যা আকারহীন, গুণহীন, নির্দিষ্ট কোন উপাদান কে তিনি বলেন নি। তিনি বলেন জগতের আদি উপাদান হলো এক সীমাহীন যাকে বলেছেন Boundless। এছাড়াও তিনি সময় গণনার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সূর্য ঘড়ি(sun-dial) রচনা করেন।
- Anaximenes এর মতে জগতের আদি উপাদান হলো বায়ু (Air) তিনি বলেন যে বায়ু থেকে জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি হয়েছে যেমন জল, মাটি, পাহাড় পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রমণ্ডলী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তু উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন বস্তুর দুটি অবস্থা তা হল.....
 - I. ঘনীভূত করণ (Condensation)
 - II. অনুভূতকরণ বা সূক্ষ্মকরণ(Rarefaction)

ঘনীভূত করণ প্রক্রিয়ায় বায়ু মেঘে (Clouds) পরিণত হয়, এরপরে এক ই প্রক্রিয়ায় ঘনীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় মেঘ ক্রম পর্যায়ে জল, মাটি ও পাথরে (Rocks) পরিণত হয়। আর অনুভূত করণ বা সূক্ষ্ম করণ প্রক্রিয়ায় বায়ু আগুনে পরিণত হয় এবং পরে বায়ু স্তর ভেদ করে উপরে উঠে নক্ষত্র মণ্ডলীতে পরিণত হয়।

➤ পিথাগোরিয়ান সম্প্রদায়..(খ্রিস্টপূর্ব580—70খ্রি.)

পিথাগোরাস তিনি একজন গণিতবিদ। তিনি বলেন সংখ্যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। তার বিখ্যাত উক্তি হলো ...

সংখ্যাই বস্তু, বস্তুই সংখ্যা (Number of Objects, Objects of Number)

➤ এলিয়াটিক সম্প্রদায়.....

এই সম্প্রদায়ের মূলত কয়েকজন দার্শনিক হলো.....

- a) জেনো ফিনিশ (খ্রিস্টপূর্ব576—খ্রিস্টপূর্ব484 আনুমানিক)
- b) পারমেনাইডিস (খ্রিস্টপূর্ব514—খ্রিস্টপূর্ব ?)

c) জেনো (খ্রিস্টপূর্ব489—খ্রিস্টপূর্ব ?)

- পারমেনাইডিস তিনি জড়বাদী তত্ত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে তিনি ভাববাদী তত্ত্ব প্রচার করেন। এবং ভাববাদী তত্ত্বের সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন জগতের মূল উপাদান কোন জড় বস্তু নয়। তিনি জগতে পরিবর্তনশীলতা কে স্থায়িত্ব বিভিন্ন রকম পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে জগতে দুটি বিষয় আছে তা হল...

I. সত্তা(Being)

II. অসত্তা(No- Being)

➤ Heraclitus...(খ্রিস্টপূর্ব535—খ্রিস্টপূর্ব ?)

হেরাক্লিটাস এর আর কথা হল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ই হল বিভিন্নতার জগতের অস্তিত্বের মূল বিরোধের অবসান ঘটলে জগতের অস্তিত্ব ও বিলুপ্ত হয়। তিনি বলেন একই নদীতে দুইবার সান করা যায় না অর্থাৎ তিনি সবকিছুই কে পরিবর্তনশীলতা বলেছেন। অর্থাৎ জগতে যা কিছু দেখছি কোন কিছুই স্থায়ী নয় সবই পরিবর্তনশীল। এই হেরাক্লিটাসের মত অনুরূপ মতবাদ আমরা ভারতীয় দর্শনে অর্থাৎ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পরিবর্তনশীলতার কথা বলতে দেখা যায় তারাও সবকিছুকে পরিবর্তনশীল বলেছেন অর্থাৎ ক্রমিক বলেছেন। তেমনি হেরাক্লিটাস সবকিছুকে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ চেঞ্জিং বলেছেন। তার বিখ্যাত উক্তি হলো যে
You cannot step into the same river twice . |

➤ আইওনিয়ার সম্প্রদায়....

এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক হলো...,Anaxagoras(খ্রিস্টপূর্ব500—খ্রিস্টপূর্ব?)

অ্যানাক্সাগোরাস হলেন আইওনিয়ার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ।

➤ পরমাণুবাদ.....

এ সম্প্রদায়ের দার্শনিক হলো..

- a) Leucippus
- b) Democritus

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন লিউসিপ্পাস । এরা বলেন জগতের উৎপত্তি মূল উপাদান হলো পরমাণু যাকে Atomism বলে।

➤ সোফিস্ট যুগ.....

এই যুগের দার্শনিক হলো...

- a) Protagoras(খ্রিস্টপূর্ব500—খ্রিস্টপূর্ব411 আনুমানিক)
- b) Gorgias (খ্রিস্টপূর্ব490—85-খ্রিস্টপূর্ব?)
- c) Prodicus (খ্রিস্টপূর্ব470-60 খ্রিস্টপূর্ব?)
- d) Hippias(খ্রিস্টপূর্ব--?---খ্রিস্টপূর্ব?)

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবথেকে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো প্রোটাগোরাস। তার বিখ্যাত উক্তি হল A human being is the measure of all things . ।

❖ সক্রেটিস যুগ....(খ্রিস্টপূর্ব430—খ্রিস্টপূর্ব320)

এই যুগের দার্শনিক হলো...

- a) Socrates(খ্রিস্টপূর্ব470—খ্রিস্টপূর্ব399)
- b) Plato(খ্রিস্টপূর্ব428—খ্রিস্টপূর্ব348)
- c) Aristotle(খ্রিস্টপূর্ব384—খ্রিস্টপূর্ব322)

- সক্রেটিসের কথা আমরা সবাই জানি যে তাকে বিনা অপরাধে তৎকালীন সমাজে বা রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তার অপরাধ ছিল মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এটাই ছিল তাঁর অপরাধ।
সক্রেটিসের যুগে শুরু হয় নৈতিকতার আলোচনা। এবং তার জীবনী ছিল নৈতিকতার মূল ভিত্তি।
- প্লেটো প্রথম জগত ও ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথম সামান্য ধারণা কথা বলেছেন। প্লেটো দেখালেন যে সামান্য জগত ও বিশ্বাসের জগত ভিন্ন। এই দুটি জগতের কথা বলে বলে প্লেটোর মতবাদকে দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two world theory) বলা হয়।
- অ্যারিস্টোটল দ্বিজাতিতত্ত্বকে খণ্ডন করেন এবং তিনি বলেন চার প্রকার কার্বনের কথা। বলেন যে সামনের জগত ও বিশেষের জগত অভিন্ন। অর্থাৎ সামান্য ছাড়া বিশেষ থাকতে পারে না এবং বিশেষ ছাড়া সামান্য থাকতে পারেনা।

➤ অ্যারিস্টোটল পরবর্তী যুগ(খ্রিস্টপূর্ব320—খ্রিস্টপূর্ব529)

এই সম্প্রদায় কে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় তা হল..

- a) স্টোয়িক যুগ সম্প্রদায়
জেনো (খ্রিস্টপূর্ব320—খ্রিস্টপূর্ব240)
- b) এপিকিউরান সম্প্রদায়
এপিকিউরাস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব300--?)
- c) নব্য প্লেটোনিক যুগ
প্লটিনাস(205 খ্রিষ্টাব্দ—270 খ্রিষ্টাব্দ)

❖ মধ্যযুগ.....

এই যুগে মূলত তিনটি দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল-

- 1) সেন্ট অগাস্টিন (খ্রিস্টপূর্ব600—খ্রিস্টপূর্ব430)
- 2) সেন্ট অ্যানসেলেম(খ্রিস্টপূর্ব600—খ্রিস্টপূর্ব430)

3) সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস(খ্রিস্টপূর্ব600—খ্রিস্টপূর্ব430)

এরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন কেউ বলেন লক্ষণভিত্তিক কেউবা কারণ ভিত্তিক কেউবা যুক্তি জগত ভিত্তি যুক্তি দিয়েছেন।

❖ আধুনিক যুগ...

আধুনিক যুগের মূলত তিনটি পর্যায়ে দেখা যায় তা হল..

- I. বুদ্ধিবাদ
- II. অভিজ্ঞতাবাদ
- III. বিচারবাদ

বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধি জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। আর অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে যথার্থ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হল অভিজ্ঞতা। আর বিচারবাদ অনুসারে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বিচারবাদ নামে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন তিনি হলেন দার্শনিক কান্ট।

➤ বুদ্ধিবাদ....

এই সম্প্রদায়ের মূলত কয়েকজন দার্শনিকের নাম পাওয়া যায় তা হল..

- I. Descartes (1596 খ্রি.—1650 খ্রি.)
- II. Ppinoza(1632খ্রি.—1677খ্রি.)
- III. Leibnitz(1646খ্রি.—1716খ্রি.)

এছাড়া বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলো সক্রিটস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, ভলফ, ম্যালব্যাক্সি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডেকার্ট প্রথম সুসংগত ভাবে জীবন, জগত, ঈশ্বর সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে সংশয় পদ্ধতি অবলম্বন করে একটা নি:সন্ধি সত্যে উপনীত হন। দেকার্টের দেহ ও মনের সম্বন্ধে মতবাদ এর নাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বাদ বা মিথক্রিয়াবাদ যাকে বলা হয় Interactionism.

দেকার্ট কে বলা হয় দ্বৈতবাদী দার্শনিক।

দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি হলো-I think therefore I am.

স্পিনোজা আলোচনার শুরুতে দেকার্তের দ্রব্য সম্পর্কে যেসব ভুল ক্রটি মনে হয়েছে সেগুলিকে তিনি পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছেন, এবং নতুন ভাবে দ্রব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেকার্তের দ্বৈতবাদ খন্ডন করে স্পিনোজা অদ্বৈতবাদী প্রতিষ্ঠা করেন।

স্পিনোজা বলে জগতে সবকিছুই ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত হয়েছে

তিনি বলেন All is god , God is all .

স্পিনোজা দেহ-মনের সম্বন্ধে বিষয় মতবাদ কে বলা হয় সমান্তরালবাদ যাকে বলা যায়

Parallelism .

স্পিনোজার বিখ্যাত উক্তি হলো-জগত ই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী জগত।

স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ খন্ডন করে লাইবনিজ বহুত্ববাদে উপনীত হয়েছে।

তিনি তিনি বলেন জগতের মূল উপাদান এক নয় বহু। এই বহু কে তিনি নাম দেন মনাদ বা চিৎ পরমাণু আর এই মনাদ হলো জগতের মৌলিক উপাদান এইভাবে তিনি জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। লাইব নিজের দেহ ও মনের সম্বন্ধ মতবাদের নাম হল পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বাদ যাকে বলা হয় Pre-established Harmony . লাইবনিজের বিখ্যাত উক্তি হলো-

Best of all possible worlds . I

➤ অভিজ্ঞতাবাদ.....

- Locke.....(1632খ্রি.—1704খ্রি.)
- Berkeley....(1685খ্রি.—1753খ্রি.)
- Hume...(1711খ্রি.—1776খ্রি.)

এছাড়া আরো কিছু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের নাম পাওয়া যায় যেমন—

Bacon, Hobbes, Protagoras প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে অভিজ্ঞতায় জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক Locke প্রথম সহজাত ধারণা বুদ্ধিবাদীরা যাকে বুদ্ধি লব্ধ ধারণা বলেছেন। লক এই বুদ্ধি লব্ধ ধারণা বা সহজাত ধারণা কে খন্ডন করে বলেন যে সহজাত ধারণা বলে কিছুই নেই। তারপর তিনি অভিজ্ঞতার সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা করলেন। লক বলেন জড়বস্তু আছে জড়বস্তুর মনো নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা জড় বস্তুর গুণগুলি জানতে পারি, বস্তুকে জানতে পারি না। বস্তুকে আমরা অনুমান করতে পারি।

Locke এর কিছু বিখ্যাত উক্তি হল.....

- “Unknown support or substratum”
- “Substance is that I know not what”
- “Tabula rasa”

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক Berkeley লকের এই জড় বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা কে ত্রুটি দেখিয়ে বলেন—

যদি আমি জড় বস্তুকে সরাসরি জানতে না পারি তাহলে জড় বস্তুকে স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। Berkeley জড়বস্তু কে স্বীকার করলেন না। তিনি বলেন আমি এবং আমার মন এই দুটির কেবল অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ তিনি জড়বাদ (Materialism) বা বস্তুবাদ (Realism) থেকে তিনি ভাববাদে উপনীত হন। এবং তিনি ভাববাদী (Idealist) দার্শনিক হিসেবে জড়বাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। এবং সমস্ত কে ব্যক্তির মনের ধারণা রূপে উল্লেখ করেন। এবং পরবর্তীকালে সমস্যায় পড়ে তখন তিনি আবার ঈশ্বর কে টেনে এনেছেন এবং বলেছেন যে সবকিছুই ঈশ্বরের মনের ধারণা বলে ব্যাখ্যা করেন।

তার কিছু উক্তি হলো....

- “Mixt Mathematics”
- “Infinite Minds or God”
- “Ess est precipi”

পরবর্তী দার্শনিক Hume তিনি আবার জড় জগৎ ও মন জগৎ কোন জগৎ কে স্থায়ী জগৎ বলে স্বীকার করেননি। তার মতে বাহ্য জগতে স্থায়ী বলে যেমন কিছু নেই তেমনি মনোজগতেও স্থায়ী বলে কিছু নেই। সবকিছুই ধারণা বা প্রবাহ অর্থাৎ স্থায়ী সত্তা তিনি অস্বীকার করলেন।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন কারণ ও কার্যের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্পর্ক আছে, কারণ ঘটলে কার্য ঘটবে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম প্রথম ই এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলেন কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অনিবার্য প্রসঙ্গি সম্বন্ধ নেই, আছে তাদের মধ্যে কেবল সতত পূর্বাপর সংযোগ সম্বন্ধ আছে (Constant conjunction or Regularity) ।

তার বিখ্যাত কিছু উক্তি হলো....

- “Science of Human Nature”
- “তুমি দার্শনিক হও, তাতে ক্ষতি নেই, তবে তোমার দর্শন যেন জীবন সুখী হয় অর্থাৎ সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হয়”।
- গূঢ়ার্থ ও প্রগাঢ়(profound) দর্শনই অব্যর্থতাই
- ব্যর্থতাই সফলতার সোপান।
- অভ্যাস হলো মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক।
- মানুষের কল্পনা বৃত্তি অপেক্ষা মুক্ত বা স্বাধীন আর কিছু নেই।
- স্থির দ্রব্য বলে বাস্তবিক কিছু কিছু নেই।
- দ্রব্য তাই একটা নাম মাত্র, গুণ গুণের নাম।

- স্থায়ী দ্রব্য বলে যখন কিছু, অভিন্ন তার ধারণা এক ভান্ন ধারণা।
- অলৌকিক ঘটনা সম্ভবত সম্ভব না হলেও যৌক্তিকভাবে সম্ভব।

➤ বিচারবাদ.....

Kant বলেন জ্ঞান হতে গেলে কেবল বুদ্ধি বা কেবল অভিজ্ঞতার দরকার নেই
দরকার আছে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের দরকার আছে।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দেই জ্ঞানের উপাদান।

আর

বুদ্ধি দেই আকার।

এই উপাদান ও আকার মিলেই জ্ঞান হয়। Kant এর দর্শনকেই এইজন্য বলা হয়
বিচারবাদ(Critical Theory)।

Kant তার "The critique of pure Reason" গ্রন্থে এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন।

যে যথার্থ জ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি। Kant প্রথমই বচন কে চার ভাগে ভাগ করেছেন.....

- I. পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক
- II. পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক
- III. পরত সাধ্য বিশ্লেষক
- IV. পরত সাধ্য সংশ্লেষক

কান্ট বলেন যে বুদ্ধিবাদী পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণকে সত্য বলে মানেন না।

আর অভিজ্ঞতাবাদীরা পরত সাধ্য সংশ্লেষক বচন যথার্থ বচন বলে মানেন না।

কিন্তু বিচার বাদী দার্শনিক কান্ট প্রথম দেখালেন যে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন ই যথার্থ বচন। কান্ট তার এই দাবি কোপারনিকাস বিপ্লব এর আখ্যা দিলেন। কান্ট বলেন প্রচলিত মত ছিল বিষয়টা যেমন জ্ঞানটা সে রূপ হয়। কান্ট ই প্রথম বলেন আমার জ্ঞান যে রূপ হয় আমি বিষয়কে সেইভাবেই দেখি। তার কিছু উক্তি হলো

- "Hume roused me form my dogmatic slumber" ।
- "Understanding Makes Nature"
- "Unknown and unknowable"
- "Concepts without percepts are empty and percepts without concepts are blind"

.....